দৈনিক ইনকিলাব

২৬/১০/২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে এবারো কেলেঙ্কারির আশঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং প্রেস মালিক সমিতি আগামী বছরের বোর্ড বই প্রকাশের ক্ষেত্রেও আবারো কেলেঙ্কারির আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে সমিতির নেতৃবৃন্দ বলেন, চলতি শিক্ষাবর্ষের মতো আবারো একই কায়দায় ও একই অবস্থায় ২০০২ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের প্রায় সাড়ে ৭ কোটি বই নিয়ে টেক্সট বুক বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কতিপয় অসৎ ব্যবসায়ী কালো হাত প্রসারিত করে চলেছে। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও কতিপয় অসৎ ব্যবসায়ী সম্প্রতি যে কালো অধ্যায় সৃষ্টি করেছে তা থেকে এই ব্যবসায়ে নিয়োজিত লক্ষাধিক

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

পাঠ্যপুস্তক

প্রথম পৃষ্ঠার পর।

পরিবার, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে তারা ১৯৯৬ সালের পূর্বাবস্থার মতো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। সেই সাথে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, অবাস্তব প্যাকেজ প্রথা বাতিল, দ্রুত কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে সকল যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কার্যসম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ, বই সরবরাহের ক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা অফিস ও এনসিটিবির মধ্যে এক টেবিল সার্ভিস চালু এবং অভিজ্ঞ, ব্যবসায়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের বরাদ্দ দিয়ে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির ব্যবস্থাপনায় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সমিতির সাধারণ সম্পাদক আ.ক.ম শাহ আলম মূল বক্তব্য তুলে ধরেন।